দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.4.83
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ৭ই বৈশাখ ১৩৯০ : ২১শে এপ্রিল, ১৯৮৩

ছাত্রদের প্রতি আহ্বান

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ ছাত্রদের পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করে জ্ঞানার্জন ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এক জনাকীর্ণ সমাবেশে তিনি বলেন যে, শিক্ষাজীবনের সফল সমাপ্তির পর ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক ও প্রকৃত সম্পদ হিসেবে দেখার জন্য দেশের নয় কোটি মানুষ আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে।

ছাত্রসমাজের উদ্দেশে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যে আহ্বান জানিয়েছেন তা দেশবাসীরই কথা। একজন পিতা কিংবা একটি পরিবার যেমন তাদের সন্তানকে লেখাপড়া করতে পাঠিয়ে আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন, একটি জাতিও ঠিক তেমনি ছাত্র সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরনো কথা হলেও সত্য, ছাত্ররাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। আজ যারা ছাত্র আগামীকাল তাদের উপরই বর্তাবে দেশের দায়িত্ব। আজকের ছাত্ররাই ভবিষ্যতে হবে দেশের প্রশাসক, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রকৌশলী, রাজনীতিক। দেশ পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পিত হবে তাদের উপরেই। দেশকে গঠন, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সব কিছুর দায়িত্বই তাদের মাথা পেতে নিতে হবে।

নিঃসন্দেহে পড়াশোনাই ছাত্রজীবনের মৌল কর্তব্য। সুশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে হলে ছাত্রদের অধ্যয়নকে তপস্যা হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় জাতি তাদের কাছে যে প্রত্যাশা করছে তা পূরণ হবার নয়।

দেশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে ছাত্রসমাজকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের অনগ্রসরতা যদি দূর করতে হয় তাহলে শিক্ষার মাধ্যমেই তা করতে হবে। এই দরিদ্র দেশে শিক্ষার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? যারা স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে তারাও কি পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পায়? তাও নয়। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হবে। সকল অসুবিধা অতিক্রম করেই আমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে যদি বিশৃংখলা চলে, যদি হানাহানি, দলাদলি লেগে থাকে, যদি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, তাতে তো ছাত্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হন—ক্ষতিগ্রস্ত হয় সারা জাতি। স্বাধীনতার পর গত দশ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা বিশৃংখলার ফলে আমরা কতখানি পিছিয়ে গেছি তা ভাবলেও চমকে উঠতে হবে।

জেনারেল এরশাদ ছাত্রদের আশ্বাস দিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করা হবে। তিনি শুধু চেয়েছেন ছাত্ররা যেন দেশের সুযোগ্য সন্তান হিসাবে গড়ে ওঠে। আমরা মনে করি, সরকার যদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেন তাতে তাদের পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত হবে।

ছাত্র সমাজকে আমরা উপদেশ দিতে চাই না। তারা সচেতন নাগরিক এবং এদেশের ইতিহাসে তারা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা শুধু বলতে চাই, জাতি হিসাবে, বিশেষ করে একটি দরিদ্র দেশের মানুষ হিসাবে, আমরা যদি সামনে এগোতে চাই তাহলে ছাত্র সমাজকে সেখানে তাদের যোগ্য ভূমিকা নিতেই হবে। এবং স্বাধীন দেশে শিক্ষার্জনের মাধ্যমেই কেবল সে ভূমিকা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।